দৈনিক ইনকিলাব

তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 15 AUG 1986
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

উপজেলা পরিক্রমা

শাহজাদপুর

সিরাজগঞ্জ জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে ও পাবনা জেলার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত শাহজাদপুর উপজেলা। এ উপজেলার আয়তন ১২৩ বর্গ মাইল। উপজেলায় মোট ৩ লাখ ৪১ হাজার ৮শ' ৬ জনের বাস। এরমধ্যে পুরুষ ১ লাখ ৭১ হাজার ৪শ' ৩ জন ও মহিলা ১ লাখ ৭০ হাজার ৪শ' ৩ জন। বর্তমানে এ উপজেলায় ১৩টি ইউনিয়ন, ৩১০টি গ্রাম ও ১৮৪টি মৌজা আছে। এ উপজেলাটি সবদিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলেও এখন নানা সমস্যায় জর্জরিত।

শিক্ষা

এখানে শিক্ষিতের হার শতকরা ২৫ ভাগ। সমগ্র উপজেলায় তিনটি কলেজ, ২১টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১টি বালিকা বিদ্যালয়, ৪টি জুনিয়র বিদ্যালয় ১৪৯টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩১টি বেসরকারী বিদ্যালয় ও ১২টি মাদ্রাসা রয়েছে। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমস্যা বহুবিধ। প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি, পাঠাগার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাবে এসব প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায় বন্ধের উপক্রম।

স্বাস্থ্য

এ উপজেলার জনগণের জন্য চিকিৎসার সুবিধা বলতে রয়েছে একটি হাসপাতাল। একটি পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ৬টি স্বাস্থ্য উপকেন্দর ও ২টি বেসরকারী পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক রয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে হাজার হাজার রোগী চিকিৎসার জন্য এসব স্থানে এসে ফিরে যায়। কারণ প্রয়োজনীয় ওষুধ নেই। দুস্থ রোগীদের পক্ষে বেশি দাম দিয়ে ওষুধ কেনা সম্ভবপর নয়। উপজেলাবাসী ভাল চিকিৎসা পাচ্ছে না।

কৃষি

এ উপজেলায় শতকরা ৭৫ ভাগই কৃষক। এ উপজেলায় আবাদী জমির পরিমাণ ৫৮ হাজার ১শ' একর এবং সেচ সুবিধা প্রাপ্ত জমির পরিমাণ ২২ হাজার ৮শ' ৫০ একর। এদিকে পাওয়ার ডিজেল চালিত ২শ' ৭টি ও বিদ্যুৎ চালিত ২১টি রয়েছে। তেলের মূল্য বাড়ার ফলে ও প্রয়োজনীয় পানি না থাকায় এবং বিদ্যুতের অভাবে কৃষকেরা সেচ কার্য করতে পারছে না।

যোগাযোগ

শাহজাদপুর উপজেলায় যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত। উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের রাস্তাঘাট, পুল, কালভার্ট নির্মাণের অগ্রগতি মন্থর। এখানে ঢাকা ও দিনাজপুর মহাসড়কের মাঝে ও উপজেলা সদর পর্যন্ত পাকা রাস্তা ১৫ মাইল। সড়ক যোগাযোগ উপজেলা পরিষদ ১১৮ মাইল এবং ইট বিছানো সড়ক যোগাযোগ ৯ মাইল। এ উপজেলার গালা; রূপকাঠি, কৈজরী, কায়েমপুর ও গাড়াদহ ইউনিয়নে ভাল রাস্তা না থাকায় যাতায়াত ব্যবস্থা নাজুক। এসব রাস্তাগুলো সংস্কারের অভাবে চলাচলের অনুপযোগী হয়ে রয়েছে।

সমবায়

কৃষি সমবায় সমিতি (বিআরডিবি) ১টি ভূমিহীন সমবায় সমিতি (বিআরডিবি) ৪৩টি। মৎস্য সমবায় সমিতি এবং কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতিসহ সমগ্র উপজেলায় ৫শ ৫৪টি রেজিস্টার্ডকৃত সমবায় সমিতি রয়েছে। এসব সমবায় সমিতিতে অধিকাংশ সমিতিতে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে।

ব্যাংক

এ উপজেলার ১৩টি ইউনিয়নে ৪টি সোনালী ব্যাংক, ৪টি জনতা ব্যাংক, ১টি কৃষি ব্যাংক, ১টি রূপালী ব্যাংক, ৪টি অগ্রণী ব্যাংক কাজ করে চলেছে। সেবার ব্যাপারে দেখা যায় এক শ্রেণীর ধনী লোকেরা ঋণ সুবিধা ভোগ করে। অথচ ভূমিহীন কৃষকদের কোন ঋণ সুবিধা দেয়া হয় না।

শিল্প

এ উপজেলায় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে ১টি মিল্ক ভিটা, ১টি সলভেন্ট, ১টি বাংলাদেশ ক্ষুদ্র কুটির শিল্প এবং তাঁতশিল্প রয়েছে ৬৫ হাজার ১শ'।

ব্যবসা

এ উপজেলা থেকে ধান, পাট, মাছ, শাড়ী, গরু, ছাগল বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করা হয়। এ উপজেলায় ২৪টি হাট ও ১৯টি বাজার আছে। তার মধ্যে শাহজাদপুর কাপড়ের হাট ও তালগাছি গরুর হাট উত্তর বঙ্গে বিখ্যাত। কিন্তু কাঁচামালের ব্যবসায়ীদের জন্য কোন হিমাগার নাই।

বিদ্যুৎ

এ উপজেলায় ১০টি ইউনিয়নে ৪১টি গ্রামে বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে। কিন্তু বিদ্যুৎ বিভ্রাট ও অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। বিদ্যুতের অভাবে ইরি ধানের প্রকল্পগুলোতে পানি সরবরাহ হয় না। যার ফলে, ফসলের ক্ষতি সাধিত হয়।